সমকাল

তারিখ ... 17-[illegible] 2015
পৃষ্ঠা ০১ কলাম ০৪

অভিভাবকের প্রশ্ন

হরতাল-অবরোধে কীভাবে সন্তান স্কুলে পাঠাব

■ সমকাল প্রতিবেদক

হরতাল-অবরোধের মধ্যে এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার জন্য উচ্চ আদালতের দেওয়া নির্দেশ নিয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখলেও পেট্রোল বোমার ভয়ে ভীত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে, তা নিয়ে সংশয়-সন্দেহ রয়েছে অনেকের। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের একাধিক অভিভাবক সমকালকে বলেছেন, হরতাল-অবরোধের মধ্যে কেমন করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্তানকে পরীক্ষা

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

হরতাল-অবরোধে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

কেন্দ্রে পাঠাব। গত রোববার হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ 'হরতাল ও অবরোধের নামে নৈরাজ্যরোধে' প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারকে নির্দেশ দেন। বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের ওই একই বেঞ্চ অপর এক রিটে হরতাল-অবরোধের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন একই আদালত। এ ক্ষেত্রে কেউ বাধা দিলে 'সিরিয়াস ব্যবস্থা' নিতে বলা হয়েছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম সমকালকে বলেন, 'হরতাল-অবরোধে আমরা বিদ্যালয় তো খোলাই রাখি। শিক্ষকরাও সবাই আসেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা না আসায় ক্লাস হয় না। অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন।' মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ বদরউদ্দিন হাওলাদার বলেন, তার প্রতিষ্ঠানও তিনি হরতাল-অবরোধে খোলা রাখেন। তবে এখন এসএসসি পরীক্ষা চলায় এমনিতেই বন্ধ রয়েছে। পরীক্ষা না থাকলে ক্লাস নেন। ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী সমকালকে বলেন, গত ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান খোলা রেখেছেন। অবরোধ-হরতালে ছাত্র উপস্থিতি খুবই কম। এখন এসএসসি পরীক্ষা চলার কারণে প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বন্ধ।

একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান জানান, প্রতিদিন শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানে আসতে বাধ্য হন। তবে শিক্ষার্থীদের সেই বাধ্যবাধকতা নেই। আর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে নিজ সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকদের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। মিরপুরের মনিপুর স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী সানজিদা ইসলাম প্রমীর মা রুমা ইসলাম সমকালকে বলেন, হরতাল-অবরোধে পরীক্ষা চাই না। নিরাপত্তা দেবে কে? নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষা নেওয়া হোক। সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অভিভাবকদের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট আমিনা রতনা সমকালকে বলেন, 'দেশের এখন যা অবস্থা, তাতে রাস্তায় বাচ্চা নিয়ে বের হলে বাড়িতে ফিরতে পারব কি-না, এর নিশ্চয়তা নেই। বাচ্চাকে স্কুলে পড়াতে এসে যদি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করাতে হয়, তাহলে কে স্কুলে যাবে?'

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজধানীর আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্র এবং মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে দুটি প্রতিষ্ঠানেরই অভিভাবকরা পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দিকটি আগে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান। তিনি পরীক্ষার দিন হরতাল-অবরোধের কর্মসূচি না দেওয়ার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করলেও কোনো লাভ হয়নি।

রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিভাবকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'অভিভাবক ঐক্য ফোরামে'র সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, 'নিজের সন্তানকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কেউ কি বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হবে, ততক্ষণ কেউ তার সন্তানকে বিদ্যালয়ে ও পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাবেন না।'